দৈনিক ইত্তেফাক

018

তারিখ 19 APR 1988
পৃষ্ঠা 2

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ৬ই বৈশাখ, ১৩৯৫

নকল করার আবদার!

নকল করার অধিকার দাবী করিয়া পরীক্ষা বর্জন করিয়াছে কোন কোন স্থানের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা। যে সমস্ত স্থানে নকল করার অবাধ সুযোগ ছিলো সেখানে ডিগ্রী পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে নকলপন্থীদের হাতে নাজেহাল হইতে হইয়াছে পরীক্ষার পরিদর্শকদের। কোথাও কোথাও তাহারা চড়াও হইয়াছে পরীক্ষার্থীদের উপরও। অর্থাৎ ডিগ্রী পরীক্ষার যে খবর বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হইয়াছে উহার সবটা জুড়িয়াই এই একই সংবাদ। কোথাও পুলিশের হস্তক্ষেপ, কোথাও সংঘর্ষ। এ কেমন দাবী যে, অবাধ নকলের সুযোগ চাই! ডিগ্রীর বেড়া ডিঙ্গাইয়া যাহারা বৃহত্তর জীবনের পরিধিতে পা রাখিবে তাহাদের একাংশের এ কি ধরনের আবদার! আমরা বুঝিতে অক্ষম তাহাদের এই আবদারের পিছনে কি যুক্তি কাজ করিতেছে। আজ সর্বক্ষেত্রে যে প্রবণতা চলিতেছে উহারা কি সেই স্রোতেই গা ভাসাইতে চায়? তাহাদের লক্ষ্য কি কেবল একটি সার্টিফিকেট? যাহারা সারা সময় নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া করিয়া ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে, যাহারা সততার সঙ্গে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেছে—এই পরিস্থিতি তাহাদের কোন এক অনিশ্চয়তার গহবরে নিক্ষেপ করিবে উহা কি নকলপন্থীরা ভাবিয়া দেখিয়াছে? তাহারা কি একবারও অনুভব করিয়াছে যে, এই নকল প্রবণতা ডিগ্রী পরীক্ষার এই সনটিকে কি এক অপমানজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারে?

মানুষ উচ্চশিক্ষা চায় কেন? মানুষ হইতে হইবে বলিয়াই তো। কিন্তু নকল করিয়া কি মানুষ হওয়া যায়? কোন কোন জায়গায় নকল করার অবাধ সুযোগদানের বিনিময়ে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি কি অশান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল না? নকল করার ব্যাপারে উদারতা দেখাইয়া পরীক্ষার পবিত্র পরিবেশকে কি কলুষিত করা হইল না? অবিচার করা হইল না কি সেইসব পরীক্ষার্থীর উপর যাহারা পরীক্ষার জন্য একনিষ্ঠ শ্রম দিয়াছিল, পরীক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের পবিত্র সোপান ভাবিয়াছিল? পরীক্ষাকে যে ভয় পায় পরীক্ষা তাহার জন্য নহে, উচ্চশিক্ষার অধিকারী হইবার অধিকার তাহার নাই। চালাকি করিয়া অন্যায়ভাবে যে পরীক্ষার দরজা ডিঙ্গাইতে চায়, জাতির ভবিষ্যৎ জীবনকে তাহার হাতে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব এক্ষেত্রে উদারতার কোন অবকাশ নাই। পরীক্ষা যদি পরীক্ষার মত না হয় তাহা হইলে সেই পরীক্ষার বোঝাটি না টানাই ভালো। এমনিতেই শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব ইহাকে রাশ টানিয়া ধরিতেই হইবে। যাহারা পরীক্ষা ব্যবস্থাকে এইভাবে কলঙ্কিত করিতেছে তাহাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার অর্থই হইল পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বিনষ্ট হইতে দেওয়া। চুয়াডাঙ্গার সরকারী কলেজ কেন্দ্রে পৌনে আটশত ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র চার জন পরীক্ষা দিয়াছে—অন্যেরা নকলের সুবিধা হয় নাই বলিয়া পরীক্ষা দেয় নাই। আমরা মনে করি ইহাও ভাল। লেখাপড়া না করিলে পরীক্ষা দিবে না আর পরীক্ষা দিলে নকল না করিয়া ভাল পরীক্ষার্থীর মতই দিতে হইবে। তথাকথিত ক্ষুদ্র মেজোরিটির হাতে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে জিম্মি হইতে হইবে কেন? তাই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, এক্ষেত্রে নমনীয়তার কোন সুযোগ নাই। এই প্রবণতাকে যদি বন্ধ না করা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহা বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে।